দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...1 9 DEC 1990
পৃষ্ঠা... ৪... কলাম ...২...

14

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত বাতিলের পক্ষে যুক্তি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার টঙ্গী হতে কুষ্টিয়ার শান্তিডাঙ্গায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য দেশবাসীর পক্ষ থেকে কিছু যুক্তি ও মতামত প্রকাশ করছি। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে এ ধরনের ইহাই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের ছাত্ররা পড়াশুনা করতে আসবে। বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু বিভিন্ন ধরনের। এজন্য একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি স্থানে হওয়া উচিত, যেখানকার আবহাওয়া অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের জন্য মোটামুটি উপযোগী। দ্বিতীয়তঃ যে বিষয় চিন্তা করা দরকার তা হল উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বিশ্ব তথা রাজধানীর সাথে এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা কতখানি সুবিধাজনক।

এ দু'টি দিক বিবেচনা করেই প্রতি বৎসর টঙ্গীতে মনু নদীর তীরে তবলীগ জামাতের বিশ্ব এস্তেমার আয়োজন করা হয়। উক্ত এস্তেমায় বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশ থেকেই ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ এসে জমায়েত হন। এইসব দিক বিবেচনা করেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় টঙ্গীতে স্থাপন করা হয়েছে। ইহা ছাড়াও টঙ্গীর নিকটেই রয়েছে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। ফলে এখানকার এই বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব মুসলিমের জন্য এক মহামিলন ক্ষেত্রে পরিণত হবে।

সুতরাং আঞ্চলিক স্বার্থ তুলে একটি বৃহত্তর স্বার্থের দিক বিবেচনা করে উক্ত সিদ্ধান্ত বাতিল করে কুষ্টিয়ার শান্তিডাঙ্গায় অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জোর দাবী জানাচ্ছি।

—এম, রেজাউল করিম
এডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট,
বাংলাদেশ
বিল্ডিং-২ (দোতলা) রুম-২০
নওয়াব ইউসুফ মার্কেট,
নয়াবাজার, ঢাকা।